১০৯০ এ কল করে প্রতিদিনের আবহাওয়া বার্তা জেনে নিন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বর্ষ : ০১ সংখ্যা : জানুয়ারি ২০১৮/পৌষ-মাঘ, ১৪২৪
পৃষ্ঠা : ১২ রেজিস্ট্রেশন : প্রক্রিয়াধীন

সুখবর বাংলাদেশ

স্থানীয় উদ্যোগে ভাসমান সেতু

গ্রামবাসীর উদ্যোগে যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জের ঝাঁপা গ্রামে প্লাস্টিকের ড্রামের ওপর লোহার অ্যাঙ্গেল ও পাত বসিয়ে এক হাজার ফুট লম্বা ভাসমান সেতু নির্মাণ করেছেন সে গ্রামের স্ব শিক্ষিত রবিউল ইসলাম। এ সেতু গোটা জনপদের দৃশ্যপট বদলে দিয়ে দুই পাড়ের ৯ গ্রামের মানুষের পারাপারের দুর্ভোগ কমিয়েছে।

সেতুটি নির্মাণের জন্য ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা পেয়েছেন রবিউল। তবে রবিউল ইসলাম যে শ্রম দিয়েছেন, তার মূল্য আরও অনেক বেশি বলে তিনি মনে করেন। তার মতে, 'অর্থের জন্য নয়, সুনামের জন্যই কাজটি করেছি। এখানে লাভ-লোকসানের হিসাব নেই।' শুধু গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সুবিধার কথা ভেবেই তিনি কাজটি করেছেন।

সেতুর মূল কাজ শুরুর আগে লোহার অ্যাঙ্গেল দিয়ে প্লাস্টিকের ড্রামের ওপর ২০ ফুটের মতো সেতু বানানো হয়। সেটার ওপর প্রায় ৩২ জন মানুষ উঠে দেখেছেন সেটি ডোবে কি না।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই ভাসমান সেতুটি উদ্বোধন করা হয়েছে। ৮ ফুট চওড়া ও ১ হাজার ফুট লম্বা সেতুটি তৈরিতে ৮০০টি প্লাস্টিকের ড্রাম, ৮০০ মণ লোহার অ্যাঙ্গেল ও ২৫০টি লোহার শিট ব্যবহার করা হয়েছে। সেতুর দুই প্রান্তে শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যাওয়া ৩০০ ফুট অংশ বাঁশের চরাট দিয়ে সংযোগ সেতু তৈরি করা হয়েছে। রবিউলের তৈরি সেতুর ওপর দিয়ে এখন ভ্যান, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেলসহ মানুষ অনায়াসে পারাপার হচ্ছে। (ছবি ৮ পৃষ্ঠায়)

অন্যান্য পৃষ্ঠায় যা থাকছে-

পৃষ্ঠা-৩: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ-তুরস্ক একসাথে কাজ করবে
পৃষ্ঠা-৪: গ্রামীণ রাস্তায় ১৩ হাজার ব্রিজ/কালভার্ট করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
পৃষ্ঠা-৫: এপ্রিলে প্রতিবন্ধিতা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায়
পৃষ্ঠা-৬: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি প্রকৌশলীদের এক সাথে কাজ করার নির্দেশ
পৃষ্ঠা-৭: শীতার্ত মানুষের জন্য দেশব্যাপী ২৮ লক্ষ কম্বল প্রেরণ
পৃষ্ঠা-৯: ভূমিকম্পের সময় করণীয়
পৃষ্ঠা-১১: রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় সাম্প্রতিক মানবিক সহায়তা : একটি ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষিত
পৃষ্ঠা-১২: দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে-রাষ্ট্রপতি

রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে বাংলাদেশ-তুরস্ক একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার

রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও তুরস্ক একযোগে কাজ করে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিমের সঙ্গে বৈঠক শেষে যৌথ বিবৃতিতে এ কথা বলেন। এদিকে রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী।

তিন দিনের সরকারি সফরে সোমবার রাতে ঢাকা পৌঁছান তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একান্ত বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিনালি ইলদিরিম। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্ব স্ব দেশের প্রতিনিধিরা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকেরও নেতৃত্ব দেন দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী।

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী তার বিবৃতিতে বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গাদের প্রতি তুরস্কের অব্যাহত সহযোগিতার জন্য দেশটির রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইপ এরদোগানকে ধন্যবাদ জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় মায়ানমারের রোহিঙ্গা সঙ্কটসহ দু'দেশের স্বার্থ সংশিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করতে এবং পরস্পরকে সহযোগিতা চালিয়ে যেতে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি। দু'দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পারস্পরিক স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে বাংলাদেশ ও তুরস্ক একমতে কথা জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আশা করি, আমাদের উন্নয়ন যাত্রায় বাংলাদেশের পাশে থাকবে তুরস্ক। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী জানান রোহিঙ্গা সঙ্কটসহ দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতি তুরস্কের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়কে বাংলাদেশের পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি।

সম্পাদকীয়

অবস্থানগত কারনে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচে' দুর্যোগ-প্রবণ দেশগুলোর অন্যতম। প্রতিনিয়ত এ দেশ আক্রান্ত হয় কোন না কোন প্রাকৃতিক বা মানুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে। যথাযথ প্রস্তুতি দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় মাত্রায় কমিয়ে আনতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ নির্ভর দুর্যোগ সাড়াদান সংস্কৃতি থেকে বেড়িয়ে এসে দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ মোকাবেলায় অবকাঠামোগত এবং কাঠামোগত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। দুর্যোগে গ্রামীন জনগোষ্ঠীই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। সে কারনে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি, গ্রামীন রাস্তায় ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, গ্রামীন কাঁচা রাস্তায় হেরিং বন বন্ড করণ, প্রভৃতির অবকাঠামোগত কার্যক্রমের পাশাপাশি আইগত কাঠামো যেমন- আইন, বিধি, নীতিমালা, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে। মায়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা নাগরিককে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে তাদের আবাস, খাদ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা প্রভৃতি মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ সরকার সাড়া বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তার ১ম সংখ্যায় বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে এ সংখ্যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা ছাপা হল। আশা করি সংখ্যাটি পাঠক গ্রহণযোগ্য হবে। আপনাদের পরামর্শ আমাদের পাথেয়।

শুভেচ্ছা বাণী

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও তথ্যের সহজলব্ধতার প্রতিশ্রুতি হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় মাসিক ভিত্তিতে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা' শীর্ষক একটি পত্রিকা বের করছে জেনে আমি আনন্দিত। মন্ত্রণালয় থেকে পত্রিকাটি ছাপা আকারে ও অনলাইনে প্রকাশিত হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই বাংলাদেশ গঠনে পত্রিকাটি ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এর সাফল্য কামনা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এমপি)
মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকের কথা

'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রোল মডেল' হিসেবে বাংলাদেশের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয় বিশ্ব মহলে। এ সাফল্য অর্জনে সরকারের নিরন্তর কর্মউদ্যোগ ও সকল কর্মীদের কর্মযজ্ঞ জনগণের কাছে তুলে ধরা এবং একই সাথে দুর্যোগ সচেতনতা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে মাসিক 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা'র যাত্রা শুরু হলো। প্রত্যাশা- একদিন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চর্চার মুখপত্র হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী সকলেই মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগে শামীল হয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তায় কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে কাজ করবেন বলে আশা করি।

(মোঃ শাহ্ কামাল)
সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

তুর্কী প্রধানমন্ত্রীর উখিয়ার বালুখালি ক্যাম্প পরিদর্শন

তুর্কী প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিম ২১ নভেম্বর উখিয়ার বালুখালি রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি সেখানে তুরস্কের অর্থায়নে পরিচালিত মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন এবং দুটি এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। তুর্কী প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্প পরিদর্শনকালে বেশ কিছু রোহিঙ্গা নর-নারীর সঙ্গে কথা বলেন। রাখাইন রাজ্যে তাদের ওপর যে বর্বরতা চলেছে তার বর্ণনা নিজ কানে শোনেন। এরপর তিনি সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় ইলদিরিম বলেন, রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা নির্যাতনের ঘটনা জাতিগত নিধন। বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো এবং নিরাপদে বসবাসের জন্য আন্তর্জাতিক মহলের একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ সাধুবাদ কুড়িয়েছে ও মানবিকতায় বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যতদিন রোহিঙ্গারা প্রত্যাবাসিত হবে না ততদিন পর্যন্ত সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এ সঙ্কট সমাধানে তুরস্ক সরকার বাংলাদেশের পাশেই থাকবে।

অনাবাসিক দূতদের আলোচনা

(৭ম পৃষ্ঠার পর) বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের সেদেশে ফেরত নিতে আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখার জন্য তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, মায়ানমার সরকারকে তার নাগরিকদের অবশ্যই দ্রুততার সঙ্গে যথাযথ মর্যাদা ও নিরাপত্তা দিয়ে ফেরত নিয়ে যেতে হবে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা ও নেপিডোর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের উল্লেখ করে বলেন, মায়ানমার তার নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রধানমন্ত্রী এ সময় পুনর্বাসনে সহায়তায় রোহিঙ্গাদের রেজিস্ট্রেশন ও পরিচয়পত্র প্রদানসহ তাদের জন্য অস্থায়ী আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে তোলায় তার সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের জন্য পৃথক একটি জায়গায় আবাসনের উদ্যোগও নিচ্ছে তার সরকার। তিনি আরো বলেন, আমরা মানবিক কারণেই তাদের আশ্রয় দিয়েছি। তবে বিপুল জনগোষ্ঠীর ভার বহন করা বাংলাদেশের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য। তিনি বলেন, জানি না কবে মায়ানমার তাদের প্রত্যাবাসন করা শুরু করবে। তবে এ জন্য আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী এবং প্রেস সচিব ইহসানুল করিম উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ-তুরস্ক একসাথে কাজ করবে আংকারায় মায়া চৌধুরী-রিসেপ আকদাদ মতবিনিময়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এমপি ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে তুরস্কের উপ-প্রধানমন্ত্রী রিসেপ আকদাদের সাথে মতবিনিময় করেন। রোহিঙ্গা ইস্যুকে সামনে রেখে রোহিঙ্গাদের জন্য তুরস্কের সহায়তা ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তুরস্কের রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শনে তুরস্ক সরকারের আমন্ত্রণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ২০-২৪ নভেম্বর ২০১৭ তুরস্ক সফর করে।

মত বিনিময়কালে তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা পরবর্তী এক সাংবাদিক সম্মেলনে তুরস্কের উপ প্রধানমন্ত্রী বলেন মায়ানমার জুলুম করে আরকানের রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশে বিতারিত করেছে। এ বিতারণকে তিনি বর্বরতা ও নৃশংসতা বলে উলেখ করেন। মুসলমান বলেই তাদেরকে বিতারিত করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। রোহিঙ্গাদের সার্বিক সহযোগিতা ও নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে সকল মুসলিম দেশকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মায়ানমারকে চাপ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। উপ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বে এক নজিরবিহীন মানবিকতা দেখিয়েছে।

এ সময়ে মায়া চৌধুরী বলেন, নিতান্ত মানবিক কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়েছেন। রোহিঙ্গারা এখন বাংলাদেশে এক নিদারুণ আর্থিক, সামাজিক ও শৃঙ্খলাগত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্রিত রোহিঙ্গাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, স্যানিটেশন, পানীয় জল ও জ্বালানীর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান না হলে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করেন মায়া চৌধুরী। সমস্যাটির শুরু থেকে বাংলাদেশকে সমর্থন ও সহযোগিতা দেওয়ায় তুরস্কের সরকার ও জনগণকে তিনি ধন্যবাদ জানান। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৩৫ হাজার পরিবারের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ ও ১০টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প নির্মাণের ঘোষণা দেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। ৩৫ হাজার পরিবারের খাদ্যসহ সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণের ভার নেয় তুরস্ক সরকার। এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শাহ্ কামাল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহমদ, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোঃ আবুল কালাম, মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (শরণার্থী সেল) মোঃ হাবিবুল কবির চৌধুরী ও যুগ্মসচিব (বর্তমানে অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মোহসীন প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

এর পূর্বে মায়া চৌধুরী তুরস্কের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংস্থা 'আফাদ'-এর প্রধান মেহমেদ গুলুইয়ুগো এর সাথে মতবিনিময় করেন। বাংলাদেশের ভূমিকম্প প্রস্তুতি ও সাড়াদান কেন্দ্র নির্মাণে তুরস্কের অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা চান মন্ত্রী। তুরস্ক সরকার উহার লব্ধ অভিজ্ঞতা, স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুতিসহ ভূমিকম্প সাড়াদানকেন্দ্র নির্মাণে অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করতে প্রস্তুত আছে বলে মন্ত্রীকে অবহিত করেন। প্রতিনিধিদল পরে তুরস্কের ভূমিকম্প প্রস্তুতিকেন্দ্র ও আবহাওয়া পূর্বাভাসকেন্দ্র পরিদর্শন করে। (এরপর পৃ: ২)

গ্রামীণ রাস্তায় ১৩ হাজার ব্রিজ/কালভার্ট করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় নির্মিত কালভার্ট

যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, উন্নয়ন ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম নিয়ামক। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গ্রামীণ রাস্তায় দেশব্যাপী ১৩ হাজার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এবং "ইমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওরেস্ট (ইজিপিপি)" শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে নির্মিত মাটির রাস্তার গ্যাপে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ; পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ; দেশের স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নির্মিত রাস্তাসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহজভাবে পরিবহণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; এবং অবকাঠামো নির্মাণকালীণ সময়ে সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির করে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষে ব্রিজ/কালভার্টগুলো করা হচ্ছে। সরকারি অর্থায়নে এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৬৮৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত। ইতোমধ্যে ১০,৪৫০টি সেতুর কাজ সমাপ্তির পথে। বাস্তবায়ন এলাকা বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৯টি উপজেলা এসব ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে মাটির রাস্তায় মোট ১৩ হাজার সেতু/কালভার্ট নির্মিত হলে গ্রামীণ রাস্তায় বিদ্যমান গ্যাপসমূহে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূর করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এতে কৃষি উপকরণ সহজভাবে পরিবহন, উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণন, স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ তথা শিক্ষার প্রসার এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, দুর্যোগকালীন সময়ে জনসাধারণ ও গবাদিপশুর দ্রুত নিরাপদ স্থানে পৌঁছার সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রায় ২.৫০ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরক্ষোভাবে সুবিধা ভোগ করবে।

প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়

(৫ম পৃষ্ঠার পর) একই সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় টিআর কর্মসূচির ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড় করেছে। ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ১৪৬ কোটি ০৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ছাড় করা হয়। সংরক্ষিত ৫০টি মহিলা আসনের জন্য ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় টিআর কর্মসূচির ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড় করেছে। ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ১৪৬ কোটি ৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ও সংরক্ষিত ৫০টি মহিলা আসনের জন্য ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়। ৬৪ জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা, ৪৯০ উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ৯৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ৮ বিভাগীয় কমিশনারের বিপরীতে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, ৩১৪টি পৌরসভার অনুকূলে ১২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ছাড় করা হয়েছে।

এ ছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ ন্যানো গ্রীড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চূলা প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্বাচনী এলাকা, আংশিক সিটি কর্পোরেশন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে মোট ১৬৪ কোটি ১৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ১ম কিস্তির সাধারণ বরাদ্দ হিসেবে ছাড় করা হয়েছে। ২৭০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ১৫২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, সিটি কর্পোরেশনের ৮টি সংসদীয় আসনের অংশবিশেষের জন্য ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা এবং ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য ৯,৪১,২৮,৯৭৩.৯৫ টাকা ছাড় করা হয়। কাবিটার সাধারন শর্তের আলোকে শর্ত পালন করে এ অর্থ ব্যয় করার জন্য বলা হয়েছে।

এপ্রিলে প্রতিবন্ধিতা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায়

এ বছরের এপ্রিলে প্রতিবন্ধিতা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে সম্মেলন উদ্বোধন করতে পারেন।

গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রতিবন্ধিতা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের দ্বিতীয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

টাস্কফোর্সের সভাপতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এমপি সভায় সভাপতিত্ব করেন। টাস্কফোর্সের প্রধান উপদেষ্ঠা সায়মা হোসেন সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শাহ্ কামাল, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আঃ মালেক, জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জিল্লার রহমান, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ফয়েজ আহম্মদসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এনজিও এর প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানান হয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ১৯টি জেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রণয়ন করেছে। ২১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশের ১৫ লক্ষ ৪১ হাজার ১৪৯ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রসঙ্গে জানান হয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের ও কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও 'নারী কনসোর্টিয়াম'-এর যৌথ উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্সটির পাইলটিং করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মাষ্টার ট্রেইনার পুল তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্সে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বছরে ৩ টি জেলার জেলা, উপজেলা দুর্যোগ - ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব সভায় অবহিত করেন যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করা তথা সহায়তা প্রদানের বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। (এরপর পৃ: ৮)

কাবিটা, টিআর ও সোলার কর্মসূচির প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাবিটা'র ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড় করেছে। নির্বাচনী এলাকা, আংশিক সিটি কর্পোরেশন ও সংরক্ষিত মহিলা আসনভিত্তিক মাননীয় সংসদ সদস্যদের অনুকূলে সাধারন বরাদ্দের এ অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ২৭০টি নির্বাচনী এলাকার জন্য ১৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ ০৯ হাজার টাকা, সিটি কর্পোরেশনের ৮টি সংসদীয় আসনের অংশবিশেষের জন্য ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা, ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য ৯ কোটি ৬০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছাড় করা হয়। ৪৯০টি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ১৩৫ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। (এরপর পৃ: ৪)

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি প্রকৌশলীদের এক সাথে কাজ করার নির্দেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের

Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Programs Administration (SMoDMRPA) প্রকল্পের "কর্মপরিকল্পনা ২০১৮ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা সম্প্রতি ঢাকাস্থ বিয়াম ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের বিগত সময়ে কাজের পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শাহ্ কামাল উপস্থিত ছিলেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রিয়াজ আহম্মদসহ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রকল্পের ইজিপিপি কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ৪০০ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি বলেন- উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের এক সাথে কাজ করতে হবে। তিনি উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের নিকট থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা এবং তার সমাধানে সুপারিশসমূহ জানতে চাইলে প্রতি বিভাগ থেকে একজন করে উপ-সহকারী প্রকৌশলী তাদের সমস্যা এবং সমাধানকল্পে সুপারিশ তুলে ধরেন। তিনি কিছু সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেন এবং বাকী সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। কর্মশালায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

পনেরো দেশের ১৯ দূত পরিদর্শন করলেন রোহিঙ্গা ক্যাম্প

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রশ্নে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের ২৪ দিন অতিবাহিত হয়েছে রবিবার। কিন্তু এ বিষয়ে লক্ষ্যণীয় কোন তৎপরতা মায়ানমারের নেই। মায়ানমার থেকে ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের বাংলাদেশে আগমনের কর্মসূচি দেয়া হলেও তার শেষ ফলোআপের বিষয়টি নিয়েও বাংলাদেশের কোন পক্ষ নিশ্চিত করে তথ্য দিতে পারেনি। ফলে সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী দুমাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন শুরুর যে আলোচনা হয়েছে তা এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়ে গেছে। এ অবস্থায় ভারতে কর্মরত পনেরো দেশের ১৯ দূত কক্সবাজারের উখিয়া টেকনাফে আশ্রিত রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে এসব দূত রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলে রাখাইন রাজ্যে তাদের ওপর যে বর্বরতা চলেছে তার বর্ণনা শোনেন। সেনাবাহিনী ও উগ্র মগ সন্ত্রাসীরা কিভাবে নির্বিচারে রোহিঙ্গাদের হত্যা করেছে, বাড়িঘর জ্বালিয়েছে, যুবতী ও নারীদের ধর্ষণ করেছে তার বর্ণনা শুনেন। ঐইসব দূত বিস্মিত হন রোহিঙ্গাদের যেভাবে গণহারে হত্যা করা হয়েছে তার বিবরণ শুনে। যেসব দেশের দূতগণ এসেছিলেন সেগুলো হচ্ছে বসনিয়া-হারজেগোবিনা, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, ইথিওপিয়া, জর্জিয়া, গ্রিস, মরিশাস, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া, ইউক্রেন, জাম্বিয়া, নাইজিরিয়া, চেক রিপাবলিক, অস্ট্রিয়া, ঘানা, নিউজিল্যান্ড, কেনিয়া ও ফিজি।

বাংলাদেশ-তুরস্ক একসাথে কাজ করবে

(৩য় পৃষ্ঠার পর) মন্ত্রী ২৩ নভেম্বর তুরস্কের আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সমন্বয় সংস্থা টিকা প্রধান সরদার চ্যাম এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় পরস্পর তথ্য বিনিময় ও প্রশিক্ষণ প্রদান নিয়ে প্রতিনিধি দলের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভূমিকম্পে উদ্ধার অভিযানে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানে সম্মত হন টিকা প্রধান। যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি।

২৪ নভেম্বর মন্ত্রী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পবিত্র জন্মস্থান সানলিউরফা সফর করেন। সেখানে তিনি সিরিয়া থেকে আগত শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ক্যাম্পের নির্মাণ প্রকৃতি, পানি সরবরাহ, সেনিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, আত্ম-কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন প্রতিনিধিদল।

শীতার্ত মানুষের জন্য দেশব্যাপী ২৮ লক্ষ কম্বল প্রেরণ
দ্রুত বিতরণের নির্দেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রীর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এমপি বলেছেন, শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য দেশব্যাপী ২৮ লক্ষ কম্বল প্রেরণ করা হয়েছে। বেশির ভাগ কম্বল দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণভান্ডার থেকে ১৮ লক্ষ কম্বল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী গত ৬ জানুয়ারি তার সংসদীয় এলাকা মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলায় শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণকালে এ কথা বলেন। মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলায় ১৪ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে মহিলা নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে ২৫০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। মতলব দক্ষিণ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এএইচ গিয়াস, সেক্রেটারি বিএইচ কবির, মতলব উত্তর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মঞ্জুর আহমেদ মঞ্জু, আওয়ামীলীগের উপজেলা সেক্রেটারি এম এ কুদ্দুসসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মায়া চৌধুরী বলেন, গরীব মানুষ যাতে কোনভাবেই শীতে কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। কোন এলাকায় এখনো কম্বল বিতরণ শেষ না হয়ে থাকলে তা দ্রুত বিতরণের জন্য তিনি সংসদ সদস্যদের প্রতি অনুরোধ করেন।

এ সময়ে সরকার বিরোধী রাজনীতিকদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী বলেন, কিছু কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি শীতে মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর রয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে সকলকে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান মায়া চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে অনাবাসিক দূতদের আলোচনা

বাংলাদেশে নিযুক্ত অনাবাসিক দূতরা নিরাপত্তা ও মর্যাদাসহ রোহিঙ্গাদের সঠিক প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশকে তাদের সমর্থন দিয়েছেন। নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত ১৫ দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কূটনীতিকরা গত ১৭ ডিসেম্বর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাতকালে এ সমর্থন দেন। দূতরা হলেন বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, বুলগেরিয়া, ইথিওপিয়া, জর্জিয়া, গ্রিস, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া ও ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত, সাইপ্রাস, মরিশাস ও কেনিয়ার হাইকমিশনার, অস্ট্রিয়া, চেক রিপাবলিক ও ঘানার চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স এবং নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সচিব।

এ সময় ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী উপস্থিত ছিলেন। নয়াদিলীভিত্তিক এসব মিশন প্রধান ও কূটনীতিকরা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, তাদের (রোহিঙ্গা) ভোগান্তি খুবই বেদনাদায়ক।

এ সঙ্কট নিরসনে আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তারা বলেন, রোহিঙ্গারা যাতে তাদের স্বদেশভূমি রাখাইনে ফিরে যেতে পারেন সেজন্য মায়ানমার কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে। মায়ানমার থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বিপুলসংখ্যক মায়ানমারের নাগরিককে আশ্রয় ও তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে মানবতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তারা বলেন, প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় প্রদান সহজ কথা নয়, এটির ব্যবস্থাপনা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। রোহিঙ্গা সমস্যা এখন শুধু বাংলাদেশের একার নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা বলেও তারা উল্লেখ করেন। এ সময় রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং কূটনীতিকবৃন্দ তাদের নিজ নিজ দেশের সরকারকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করবেন বলেও জানান। (এরপর পৃ: ২)

হাওরের জেলাসমূহে ৩৪ হাজার ২০০ মেঃ টন ভিজিএফ চাল ও বিশেষ অনুদানের ৫৭ কোটি টাকা ছাড়

হাওর এলাকার জেলাসমূহে ফেব্রুয়ারি হতে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের ভিজিএফ চাল ও বিশেষ অনুদানের অর্থ ছাড় করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি জেলার ক্ষুদ্র কৃষক ও মৎসজীবিসহ তিন লক্ষ আশি হাজার পরিবারকে পরিবার প্রতি মাসিক ৩০ কেজি হারে ৩ মাসের জন্য মোট ৩৪ হাজার ২০০ মেঃ টন ভিজিএফ চাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ৩১ ডিসেম্বর এ অর্থ ছাড় করা হয়।

এর মধ্যে সুনামগঞ্জের ১ লক্ষ ৬৮ হাজার অতিদরিদ্র, ক্ষুদ্র কৃষক ও মৎসজীবি পরিবারের জন্য ১৫ হাজার ১২০ মেঃ টন, সিলেটের ৫৫ হাজার পরিবারের জন্য ৪ হাজার ৯৫০ মেঃ টন, নেত্রকোনার ৫৮ হাজার পরিবারের জন্য ৫ হাজার ২২০ মেঃ টন, কিশোরগঞ্জের ৬৫ হাজার পরিবারের জন্য ৫ হাজার ৮৫০ মেঃ টন, হবিগঞ্জের ২৯ হাজার পরিবারের জন্য ২ হাজার ৬১০ মেঃ টন ও মৌলভীবাজারের ৫ হাজার পরিবারের জন্য ৪৫০ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়া পরিবার প্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ৩ মাসের বিশেষ অনুদান হিসেবে ৫৭ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এ হারে বিগত এপ্রিল মাস থেকে বর্ণিত জেলাসমূহে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ, সিলেট, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার দুঃস্থ/অসহায় পরিবারদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় পরবর্তী ফসল না ওঠা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত ভিজিএফ কাযক্রম ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী ক্রয়ের জন্য বিশেষ অনুদানের নগদ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) স্বাস্থ্য সচিব উলেখ করেন যে, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ট্রমা ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনার তৈরির জন্য প্রথম ব্যাচে সরকারি ও বেসরকারি ২২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সাড়া প্রদানকারী দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে মাস্টার ট্রেইনারগণ ৫টি ব্যাচে ১০০ জন অংশগ্রহণকারীকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ট্রমা ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।

মাস্টার ট্রেইনারগণ ৬টি গ্রুপে বিভক্ত করে কক্সাজারের বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য নির্মিত ক্যাম্পে ৫ দিনব্যাপী মাঠ সংযুক্তি সম্পন্ন করেছেন। প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ক্যাম্পে ১,০৩৯ জনকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছেন।

প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ঢাকা সম্মেলন যা প্রতিবন্ধিদের নিয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসেবে স্বীকৃত সে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ১৮টি দেশের প্রতিনিধি, ইউএনআইএসডিআর, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থানা নিয়ে কর্মরত আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন, পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দল ও সংগঠন, দ্বি পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়ন খাতের প্রতিনিধিত্বকারীগণ অংশগ্রহণ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় সম্মেলন আয়োজন করা হচ্ছে।

সভায় সায়মা হোসেন বলেন, প্রতিবন্ধিদের সহযোগিতায় সকলকে আন্তরিকতা ও মমতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবন্ধিদের চলার ও বেঁচে থাকার পথ সুগম করে দিতে হবে। একে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিবন্ধিদের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা হলে তারা মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারবে বলে সায়মা হোসেন উল্লেখ করেন।

স্থানীয় উদ্যোগে ভাসমান সেতু ও তার নির্মাতা রবিউল ইসলাম

তথ্যকনিকা

বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী মায়ানমারের বলপ্রয়োগ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের হালনাগাদ তথ্য

* ৬ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মায়ানমারের বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত ৯,৩৯,৬১৬ নাগরিকের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। এখন পর্যন্ত ৩৬,৩৭৩ জন এতিম শিশুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার ১৭,৩৯৫ জন ছেলে ও ১৮,৯৭৮ জন মেয়ে। এদের মধ্যে ৭,৭৭১ জনের বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই।
* সমাজসেবা অধিদপ্তর এ পর্যন্ত ৭,৫০০ জন গর্ভবতী নারীকে নিবন্ধনের আওতায় এনেছে।
* গর্ভবতী নারীর সংখ্যা ১৮,২৩২। প্রসুতি সেবার আওতায় জন্ম গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ১,৩৬২ জন।
* আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ১,৪৫,০০০টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ইউএনএইচসিআর, আইওএম, ও এসিএফ দ্রুততম সময়ের মধ্যে আরো ১৫,০০০টি অস্থায়ী ঘর নির্মাণ সম্পন্ন করবে।
* নতুন কাম্প এলাকায় ৫,০২৪টি নলকূপ ও ৩৪,৩২১টি লেট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।
* অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে ৯ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ, ৫০ টি সড়ক বাতি, ও ১০ টি ফ্লাশ লাইট স্থাপন করা হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ৫০০ টি সৌরবাতি সড়কে স্থাপন এবং ক্যাম্প এলাকায় ১৩৫০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে।
* ১,২৯,৭৫০ জনকে এমআর ভ্যাকসিন ৬৯,৫৩৯ জনকে ওপিভি ১,২৭,৮১৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল ১৭,১১,৪২২ জন রোগীকে বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
* ৮,৮৩,১৪৫ জনকে কলেরা ভ্যাকসিন, ১,০৪৫১২ জনকে ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

* ভূকম্পন অনুভূত হলে আতঙ্কিত হবেন না।
* এ সময় বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোন আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিন।
* রান্না ঘরে থাকলে গ্যাসের চুলা বন্ধ করে দ্রুত বেরিয়ে আসুন।
* বীম, কলাম ও পিলার ঘেষে আশ্রয় নিন।
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকালে স্কুল ব্যাগ মাথায় দিয়ে শক্ত বেঞ্চ অথবা শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন।
* ঘরের বাইরে থাকলে উঁচু বাড়ি, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে দূরে খোলা স্থানে আশ্রয় নিন।
* গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হাসপাতাল, মার্কেট ও সিনেমা হলে থাকলে বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে ভিড় কিংবা ধাক্কাধাক্কি না করে দু'হাতে মাথা ঢেকে বসে পড়ুন।
* ভাংগা দেয়ালের নিচে চাপা পড়লে বেশি নড়া চড়ার চেষ্টা করবেন না। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন যাতে ধুলা বালি শ্বাস নালিতে না ঢোকে।
* একবার কম্পন হওয়ার পর আবারও কম্পন হতে পারে। তাই সুযোগ বুঝে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নিন।
* ওপর তলায় থাকলে কম্পন বা ঝাঁকুনি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন; তাড়াহুড়ো করে লাফ দিয়ে বা লিফট ব্যবহার করে নামা থেকে বিরত থাকুন।
* কম্পন বা ঝাঁকুনি থামলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ুন এবং খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিন।
* গাড়িতে থাকলে ওভার ব্রীজ, ফ্লাইওভার, গাছ ও বৈদ্যুতিক খুটি থেকে দূরে গাড়ি থামান। ভূকম্পন না থামা পর্যন্ত গাড়ীর ভিতরে থাকুন।
* ব্যাটারী চালিত রেডিও, টর্চলাইট, পানি, বাঁশি, শুকনো খাবার এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম বাড়িতে রাখুন।
* বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ করুন।

লেখা আহ্বান

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা প্রতি মাসে ছাপা হবে। আপনার মূল্যবান পরামর্শ ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য/লেখা পাঠিয়ে বার্তাটিকে তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি– সম্পাদক।

রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলা

(পৃষ্ঠা-১১ এর পর) শিবিরের ক্যাম্প ইনচার্জগণ বিশ্বখাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফও) ও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এর সহায়তায় সফলতার সাথে বিপুল সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর খাবার ও আবাসনের ব্যবস্থা করেন। পরে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)সহ অন্যান্য দেশী ও বিদেশী সাহায্য সংস্থা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে যোগ দেয়। প্রধানমন্ত্রী ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে উখিয়া পরিদর্শন করে এসব অসহায় মানুষের সাথে দেখা করে ঘোষণা দেন, ১৬ কোটি মানুষ খেতে পারলে এসব অসহায় আশ্রয়প্রার্থীরাও না খেয়ে থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিবের সভাপতিত্বে ১৪ সেপ্টেম্বর,২০১৭ তারিখে সংশিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আশ্রয়প্রার্থীদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ২২টি নির্দেশনা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উক্ত ২২টি নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশিষ্ট সরকারি বিভাগ, দেশি-বিদেশি এনজিও এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ একযোগে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে ।

বিশ্বখাদ্য সংস্থা আশ্রয়প্রার্থীদের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মৌলিক খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও দানশীল ব্যক্তি প্রতিদিন শতাধিক ট্রাকভর্তি খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসেন। অন্যথায় একসঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে স্বল্প সময়ে খাদ্য সহায়তা দেওয়া, বিশ্বখাদ্য সংস্থার একক সহযোগিতায় সম্ভব ছিল না। সরকারি নির্দেশনার আলোকে কক্সবাজার জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় প্রশাসন খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়ে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দেশ-বিদেশ থেকে আসা বিপুল পরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তদারকিতে ১২টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে ত্রাণকার্যে সহায়তার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েনের পর খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এখনো বিরাজমান।

প্রাথমিক ধাক্কা সামাল দেওয়ার পর ঢলের মত অবিরতভাবে আসতে থাকা আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসনের জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত স্থানের সংস্থান করা ছিল সবচে' কঠিন কাজ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া স্বয়ং এ কাজে নেতৃত্ব দেন। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই তিনি উখিয়া পরিদর্শন করে কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বন বিভাগের সংরক্ষিত বনভূমিতে ২ হাজার একর জমি আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসনের জন্য চিহ্নিত করেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকায় পরবর্তীতে আশ্রয় শিবিরের জন্য জমির পরিমাণ ৩ হাজার একরে সম্প্রসারণ করা হয়। তাছাড়া, হাকিমপাড়া, জামতলি, শফিউলাকাটা, কেরনতলি, উনচিপ্রাঙ, শামলাপুর, লেদা, নয়াপাড়া শালবাগান এলাকায়ও গড়ে ওঠে ছোট-বড় ৮টি অস্থায়ী আশ্রয় শিবির। শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) পরামর্শের আলোকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) ও জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) এবং তাদের সহযোগী সংস্থাসমূহ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে গৃহনির্মাণ সরঞ্জামাদি বণ্টন করে। এ প্রক্রিয়ায় গত ৪ মাসে স্বত:স্ফূর্তভাবে তৈরি হয় প্রায় ২ লক্ষ শেল্টার, যাতে সংস্থান হয়েছে ৮ লক্ষেরও বেশি লোকের। বন বিভাগ, স্থানীয় লোকজন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঔদার্য ও সহযোগিতাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

আহত ও রোগাক্রান্ত রোহিঙ্গাদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজনে সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে সরকারি-বেসরকারি শতাধিক সংস্থার চিকিৎসক দল সীমান্ত এলাকা থেকে শুরু করে নতুন ক্যাম্প এলাকায় নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । নিজ দেশে মৌলিক চিকিৎসা বঞ্চিত এসব অসহায় জনগোষ্ঠীর শিশু, বৃদ্ধ ও নারী বিভিন্ন রোগে যেমন- মিজেলস, কলেরা, ডিপথেরিয়া, হাম ও এইচআইভিসহ বিভিন্ন প্রাণঘাতি রোগের জীবানু বহন করছিল। সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে এগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে কলেরা ও ডিপথেরিয়ার প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়েছে । সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও টিকার আওতায় আনা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে আরআরআরসি অফিসের তদারকিতে সম্পূর্ণ ক্যাম্প এলাকায় স্বাস্থ্য মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে অনেক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র/হেলথ পোস্টসহ বেশ কয়েকটি ফিল্ড হাসপাতাল। এর পাশাপাশি সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়:ব্যবস্থার জন্য ৫ হাজারের অধিক নলকূপ ও ৩৪ হাজারের বেশি ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। পর্যাপ্ত নলকূপ নেই এমন স্থানে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কুতুপালং-বালুখালী সম্প্রসারিত ক্যাম্প এলাকাটি উঁচু-নিচু টিলা প্রকৃতির হওয়ায় এখানে অবস্থানরত আশ্রয়প্রার্থীদের মাঝে খাদ্য ও অন্যান্য ত্রাণসহ প্রয়োজনীয় সেবা পৌছানোর সুবিধার্থে সড়ক/যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছে। ইতোমধ্যেই এলজিইডি, জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা, আর্ন্তজাতিক অভিবাসন সংস্থা, বিশ্বখাদ্য সংস্থা ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অধীন ১৬ ইঞ্জিনিয়ার কন্স্ট্রাকশন ব্যাটেলিয়নের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে/নির্মাণাধীন রয়েছে প্রায় ৪০ কি: মি: দৈর্ঘ্যের অনেকগুলো সড়ক ও বেশ কয়েকটি সেতু/কালভার্ট। ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে পুরো এলাকাটিকে ২০টি ব্লক/ক্যাম্পে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ব্লক/ক্যাম্পে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একজন করে সিনিয়র সহকারি সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। আরআরআরসির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রকৌশলী ও সাইট প্যানারদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্স কুতুপালং-বালুখালী সম্প্রসারিত ক্যাম্প এলাকার সার্বিক উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করছে। সংকটের প্রাথমিক পর্যায়েই আইন-শৃঙ্খলা ও বিভিন্নমুখী মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য পুলিশ-আনসারসহ বিভিন্ন বিভাগের ১৫ শতাধিক অতিরিক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োজিত করা হয়। আর উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী সম্প্রসারিত ক্যাম্প এলাকায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এভাবেই গড়ে ওঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম মানবিক আশ্রয় শিবির। বর্তমানে কোন আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয়হীন কিংবা খাদ্যাভাবে নেই। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা/স্বাস্থ্য সেবাসহ অন্যান্য ত্রাণ সহায়তাও পর্যাপ্ত। নতুন আশ্রয় শিবিরে রোহিঙ্গা শিশুদের হাসিমুখে অবাধ বিচরণ ও বয়স্কদের নিশ্চিন্ত চাহনি এর সবচে' প্রকৃষ্ট প্রকাশ। South Asians for Human Rights এর ৭ - ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিচালিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন শেষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে চেয়ারপারসন এডভোকেট সুলতানা কামাল-এর নিম্নোক্ত মন্তব্য স্মর্তব্য-

'অধিকাংশ শরণার্থী শিবির যেগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, সেগুলোর শরণার্থীদের মধ্যে সন্তুষ্টি আছে যে তারা আশ্রয় ও সেবা পাচ্ছেন এবং বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের এ ধরনের মানবিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।'

লেখক: মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার

সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় জরুরি মানবিক সহায়তা : একটি ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষিত

২৩ আগষ্ট ২০১৭ ছিল মায়ানমার সরকারের উদ্যোগে ২০১৬ সালে গঠিত জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে Advisory Commission on Rakhine State এর Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for the People of Rakhine-শীর্ষক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের নির্ধারিত দিন। এর ঠিক একদিন পরে অর্থাৎ ২৪ আগষ্ট রাখাইনের মংডু এলাকায় কতিপয় পুলিশ ফাঁড়িতে ARSA নামক কথিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠির সশস্ত্র আক্রমণের খবর বহুল প্রচার পায়। ঘটনার পরপরই মংডু এলাকায় শুরু হয় মায়ানমার সেনা বাহিনীর Clearance Operation নামক অভিযান। রাখাইন রাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নজিরবিহীন এ অভিযানে সেনা সদস্যদের সাথে রাখাইনের বৌদ্ধরাও যোগ দেয়। অভিযানে সেনা সদস্য ও সশস্ত্র বৌদ্ধদের হাতে মংডু, বুচিডং, রাচিডং ও সিটুওয়ে এলাকার রোহিঙ্গারা হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগসহ প্রায় সকল ধরণের অত্যাচার ও নিগ্রহের শিকার হন। রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত ঐ নৃশংস ঘটনাকে বিশ্ব গণমাধ্যম "জাতিগত নিধন" হিসেবে আখ্যা দেয়। অনেকে একে "গণহত্যা" বা "মানবতাবিরোধী অপরাধ" হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। নিজ দেশের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ প্রতিবেশীদের যৌথ আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে তখন হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত আনুমানিক ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজার ও বান্দরবান এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এর প্রায় অর্ধেক প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

নাম যাই হোক না কেন, এ ধরণের অভিযান এবং ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ইত:পূর্বে ১৯৭৮ সালে মায়ানমারের অভ্যন্তরে পরিচালিত নিষ্পেষণমূলক Operation Nagamin বা 'ড্রাগন অপারেশন' এর কারণে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের প্রথম অনুপ্রবেশ ঘটে। সে সময়ে প্রায় ২ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এর একটি ক্ষুদ্র অংশ (আনুমানিক ১০,০০০ জন) পালিয়ে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করলেও অধিকাংশকেই দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালেই মায়ানমারে প্রত্যাবাসন করা হয়। পরবর্তীতে জবরদস্তিমূলক শ্রম, ধর্ষণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে নভেম্বর, ১৯৯১ হতে জুন, ১৯৯২ পর্যন্ত সময়ে পুনরায় ২ লক্ষ ৫০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের আশ্রয়, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ, নিরাপত্তা বিধান, জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ-তালাক নিবন্ধন, চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বহুমাত্রিক কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদান ও সমন্বয় সাধনের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৯২ সালে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। শরণার্থী হিসেবে ঘোষিত এসব রোহিঙ্গার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার আওতায় ও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার সহযোগিতায় এ কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ হতে ২০০৫ এর মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৩৬ হাজার রোহিঙ্গাকে প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়। ২০০৫ সালে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে প্রায় ২০ হাজার শরণার্থী আটকে পড়ে বাংলাদেশে, যাদের সংখ্যা এখন প্রায় ৩৯ হাজার। স্বদেশে ফিরতে উদগ্রীব এসব রোহিঙ্গা এখনো উখিয়া ও টেকনাফের দু'টি শরণার্থী শিবিরে অনুকূল পরিস্থিতির অপেক্ষায় দিন গুনছে।

অবশ্য এর পরেও রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ বন্ধ থাকেনি। ২০০৬, ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৬ সালেও উলেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন সময়ে প্রবেশকৃত এসব রোহিঙ্গা কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অস্থায়ী শিবিরে অবস্থান করে আসছে। তবে আকারে ও প্রকারে ২০১৭ সালের পরিস্থিতি ও চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাখাইন রাজ্যে এবারে সংঘটিত অত্যাচারের মাত্রা ও ধরণ অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে। Clearance Operation অভিযানে নিহত মানুষের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ৩৬ হাজারেরও অধিক এতিম শিশু এবং প্রায় ১৫ হাজার শারীরিক আঘাতের চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা থেকে অত্যাচারের মাত্রা সম্পর্কে কিছুটা আচ করা যায়। মা-বাবা হারানো শিশুদের মধ্যে ৭,৭৭১ জনের বাবা-মা উভয়কে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণ এর শিকার নারীর ও বালিকাদের সঠিক পরিসংখ্যান বোধগম্য কারণে এ পর্যায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের সংখ্যা নয় লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে, যা এ দু' উপজেলার মোট স্থানীয় বাসিন্দার প্রায় দ্বিগুণ। এর বাইরে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতেও ১৬ হাজারের মত আশ্রয়প্রার্থী রয়েছে। সবচে' উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীদের সীমান্ত অতিক্রম এখনও অব্যাহত আছে ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোনরূপ পূর্বাভাস ছাড়াই অত্যন্ত কম সময়ে অর্ধাহার-অনাহারে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া এত বিপুল সংখ্যক ভাগ্যাহত মানুষকে আশ্রয় প্রদান, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ, চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং পয়:নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা এক দু:সাধ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে আবির্ভূত হয়। এদের অনেকেই ছিল গুলিবিদ্ধ বা শারীরিক লাঞ্চনায় ক্ষত-বিক্ষত ও বুভুক্ষু। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রথম পর্যায়ে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় প্রদান করা হয়। ২৫ আগস্ট পরবর্তী এক সপ্তাহ কুতুপালং ও নয়াপাড়া শরণার্থী (এরপর পৃ:১০)

দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে-রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ যুব সমাজ গড়ে তুলতে এবং ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে একটি দক্ষ জনশক্তি ও স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তুলতে সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সহায়তা আবশ্যক।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ সোমবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে '১৩তম জাতীয় যুব রেড ক্রিসেন্ট ক্যাম্প-২০১৭' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -ছবি পিআইডি

রাষ্ট্রপতি ১৮ ডিসেম্বর বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ১৩তম জাতীয় যুব রেড ক্রিসেন্ট ক্যাম্প-২০১৭-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। ভৌগোলিক অবস্থানগত এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ এবং নিয়ন্ত্রণ করা একেবারেই অসম্ভব উলেখ করে তিনি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বর্তমান সরকার গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের উল্লেখ করে তিনিও বলেন, এ সকল পদক্ষেপের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই সফলতার অংশীদার আপনারাও।

রাষ্ট্রপতি দক্ষ তরুণদের নিয়ে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে সারাদেশে সোসাইটির কর্মকান্ডকে আরও সম্প্রসারিত এবং জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা আরও বাড়ানোর আহবান জানান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলতে তরুণরাই দেশের ভবিষ্যত বলে উলেখ করে যুবশক্তিই সংস্কারমুক্ত হয়ে সৎ ও ন্যায়ের পথে থেকে জাতিকে একটি সোনালি ভোর উপহার দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি।

আবদুল হামিদ লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন মানবিক সেবামূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়ায় যুবসমাজকে বিশেষ করে ছাত্রদের ধন্যবাদ জানান। তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, ২০২১ সালে আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করব, তাই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তোমরা কেমন বাংলাদেশ চাও তাই নিয়ে তোমাদের এখন থেকেই ভাবতে হবে। সে লক্ষ্যে এখন থেকেই তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভিশন-২০২১ ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে তরুণদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা হিসেবে প্রকাশিত। প্রকাশক : সচিব, দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। সম্পাদক : সভাপতি, মিডিয়া সেল। সম্পাদনা মণ্ডলী : ড. আতিকুর রহমান, আলী রেজা মজিদ, সুলতানা সাঈদা, মোমেনা খাতুন, তাহিমদ হাসনাত খান, নায়লা আহমেদ, মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, আবদুল কাদের, মোঃ মাজেদুর রহমান, ও মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান। ফোন : ৯৫৪০১৭৮, মোবাইল : ০১৯৪৩৪৪৬৩২৩, ই-মেইল : mediacell@modmr.gov.bd, faruque_dewan@yahoo.com, Web : www.modmr.gov.bd এনডিআরসিসি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোল রুমের নাম্বার : ৯৫৪৫১১৫।